267730 - মানসকি ব্যাধগ্রিস্ত ব্যক্তকি শরয়ি দায়ত্বিাধীন (মুকাল্লাফ)

প্রশ্ন

আমি flat effect নামক এক রোগে ভুগছি। এটি এমন এক রোগ যার ফলে আমি ভালোবাসা, ঘৃণা, রাগ, স্নহে, মমতা ইত্যাদি মানবকি অনুভূতগিুলো অনুভব করি না। এগুলো ছাড়া অন্য অনুভূতগিুলোও আমি অনুভব করি না। যদি কখনও অনুভব করি সটো একবোরে কদাচৎি ও স্বপ্ল সময়রে জন্য। এমনকি আমি আমার পতিামাতার প্রতওি কোন অনুভূতি অনুভব করি না। ১৫ বছর বয়স থকেে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমার এ অবস্থা। আমার এ রোগরে কোন চকিৎিসা নাই। আজীবন আমার এ অবস্থা চলমান থাকব। আমার প্রশ্ন হলো: শরয়িত অনুযায়ী আমি কি মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়ত্বিাধীন); নাকি নয়? আমার উপর কি নামায, রোযা ও যাকাত ফরয?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আল্লাহ তাআলা আমাদরেকে ও আপনাকে সঠকি দকি নর্দিশেনা দনি। জনেে রাখুন, সুষ্ঠু প্রতক্রিয়িা বা যটোকে বজ্ঞিানরে ভাষায় flat affect বলা হয় এটি নজিে কোন রোগ নয়; বরং একটি উপসর্গ।

এই উপসর্গ প্রকাশরে ক্ষত্রেটি প্রশস্ত। এর প্রকাশ personality disorders (ব্যক্তত্বি বষিয়ক ব্যাধি) এর মাধ্যমে শুরু হয়ে psychotic disorders (মানসকি ব্যাধি) পর্যন্ত পৌঁছতে পার।

অধকিাংশ ক্ষত্রেে psychotic disorders হয় দূরারোগ্য।

কন্তিু দীর্ঘময়োদি চকিৎিসার মাধ্যমে রোগরে অধকিাংশ উপসর্গকে নয়িন্ত্রণ করা সম্ভবপর; বশিষেতঃ মতভ্রিম ও শ্রাবণ হ্যালোসনিশেন এর মত positive symptoms (ইতবিাচক উপসর্গগুলো)-কে।

সাধারণ নীতি হচ্ছে personality disorders কংিবা psychotic disorders গ্রস্ত ব্যক্তি যতটুকুর বোধ ও ববিকে রাখনে ততটুকুর ক্ষত্রেে তনিি মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়ত্বিপ্রাপ্ত)।

কনেনা শরয়ি দায়ত্বিারোপ ও নর্দিশে আরোপতি হওয়ার সম্পর্ক ববিকেরে সাথে; অনুভূতরি সাথে নয়। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তনি ব্যক্তি থকেে কলম তুলে নয়ো হয়ছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে না জাগ, নাবালগ যতক্ষণ পর্যন্ত না যুবক না হয় এবং জ্ঞানহারা ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জ্ঞান ফরি

পায়”।[সুনানে তিরমিযি (১৪২৩), আলবানী ‘সহিহুত তিরমিযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

সুতরাং ব্যক্তি যদি জ্ঞানবান হয় এবং নির্দেশের মর্ম বুঝার শক্তিসম্পন্ন হয় তাহলে সে মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বাধীন); এমনকি সে যদি মানসিক রোগী হয় তবুও; এমনকি সে যদি তার অনুভূতিগুলো হারিয়ে ফেলে তবুও কিংবা কিছু অনুভূতি হারিয়ে ফেলে তবুও।

তাই যে ব্যক্তির রোগের অবস্থা হল অনুভূতিগুলো হারিয়ে ফেলা: তাকে অনুভূতি সম্বন্ধীয় যে দায়িত্ব আল্লাহ্ আরোপ করেছেন সেগুলো থেকে সে অব্যাহতি পাবে তার অক্ষমতার কারণে। যেমন- পিতামাতাকে ভালোবাসা, তাদের আনুগত্য করা কিংবা কাফেরদেরকে ও অন্যায় কাজকে ঘৃণা করা।

আর এই মানসিক ব্যাধির কারণে যদি রোগীর জ্ঞান ও বিবেক লোপ না পায়: তাহলে নামায-রোযা পালন করা তার উপর আবশ্যক। যেহেতু সে এখন পর্যন্ত মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বধীন)।

আর যদি কিছু সময় সে পাগল (জ্ঞানহারা) হয়ে যায় এবং কিছু সময়ে জ্ঞান ফিরে পায়: তাহলে সে জ্ঞান হারানোর সময় ওজরগ্রস্ত (ক্ষমাপ্রাপ্ত)। আবার যখন জ্ঞান ফিরে পায় তখন তার ওজর দূর হয়ে গেছে বিধায় উপস্থিত সময়ের নামায আদায় করা তার উপর আবশ্যক এবং জ্ঞান হারানোর সময় ছুটে যাওয়া নামায কাযা পালন করা আবশ্যক। যেমন delusions ও mania এর মত তীব্র মানসিক উপসর্গের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সময় ঘটতে পারে।

আর জেনে রাখুন হানাফি মাযহাব ছাড়া অবশিষ্ট মাযহাবগুলোর মতে নাবালগ, পাগল ও সাময়িক জ্ঞানহারা ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয। এবং ফরয বলা এটি শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) এর অভিমত; যেমনটি আল-শারহুল মুমতি’ গ্রন্থে (৬/১৪) রয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।